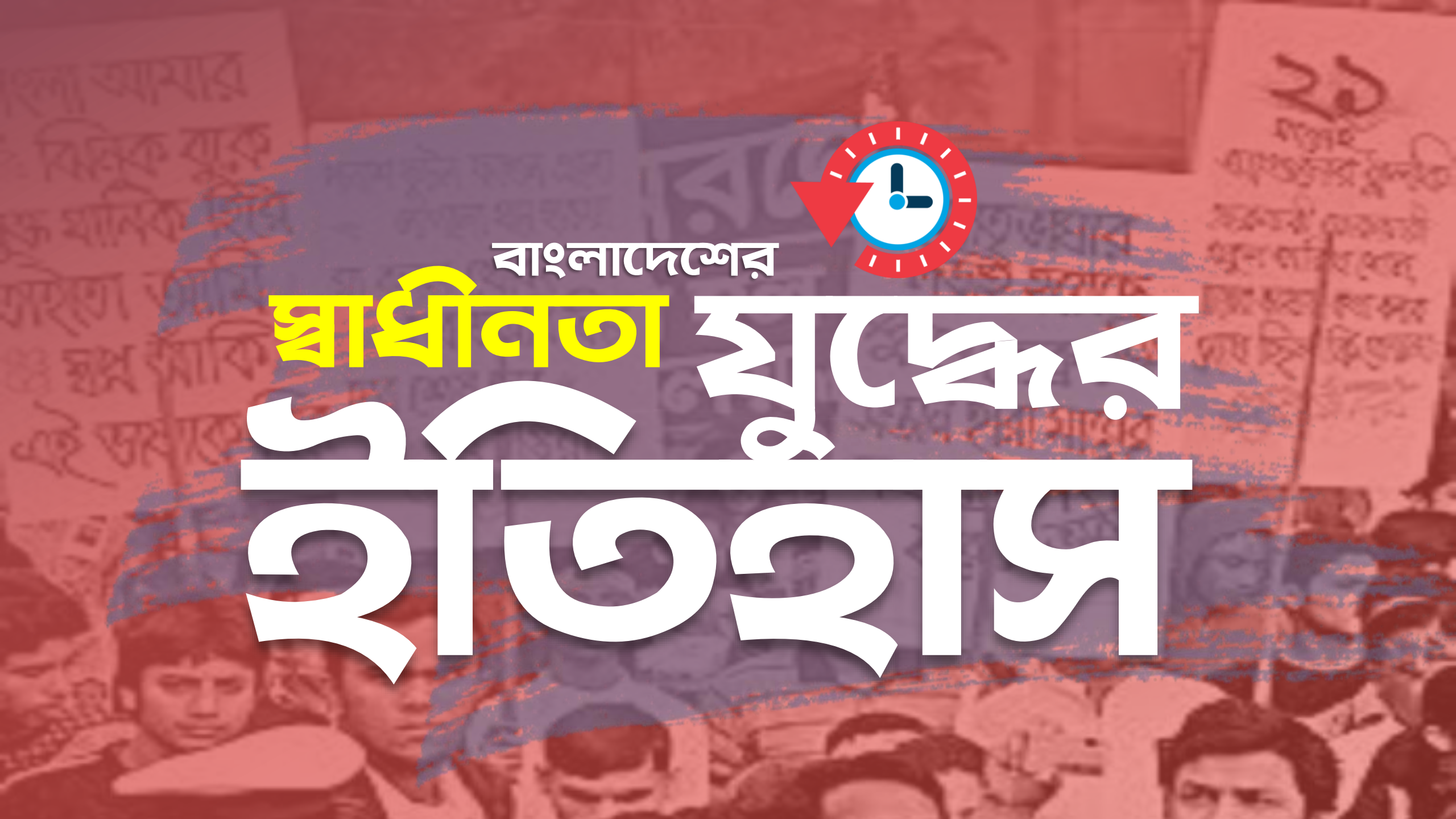
বাংলাদেশের
স্বাধীনতা যুদ্ধের
ইতিহাস

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় - ১৯৫৪; জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় — ১৯৫৬

ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল এক নতুন জাতীয় চেতনার

ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র - সাপ্তাহিক সৈনিক

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল
বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

ভাষা আন্দোলন

‘এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নিচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি’ - কবিতার রচয়িতা- মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ভাষা আন্দোলন

একুশের প্রথম গান ‘ভুলব না’ ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' রচনা করেন - ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক

ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান

ভাষা আন্দোলন

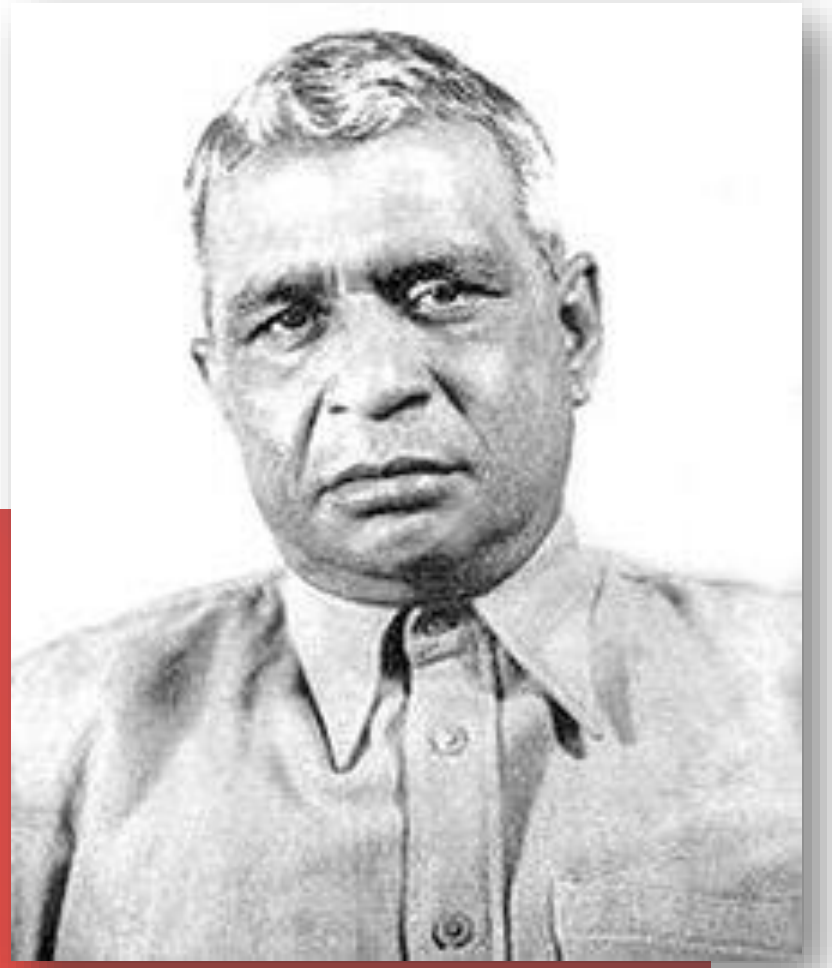

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় - তমদুন মজলিস

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ১৯৪৭ সালে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া

গণপরিষদে বাংলাকে সরকারি কাজে ব্যবহারের দাবি করেছিলেন গণপরিষদ সদস্য - ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষা আন্দোলন

দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়১৯৪৮ সালে, আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল আলম

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম ধর্মঘট পালিত হয় - ১১ মার্চ, ১৯৪৮

জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন - ২১ মার্চ, ১৯৪৮। তিনি বলেন- "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

ভাষা আন্দোলন

‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’র নেতা ছিলেন - মওলানা আকরম খাঁ

“পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" খাজা নাজিমউদ্দীন ভাষণে বলেন - ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয় ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২

ভাষা আন্দোলন

সরকারের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ১ মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি - ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

ভাষা আন্দোলন

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ আন্দোলনের চুড়ান্ত দিনে পুলিশের গুলিতে আন্দোলনকারী কয়েকজনের মৃত্যু

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২৪ তারিখে নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

সরকারের সমর্থনে প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় - ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে

ভাষা আন্দোলন

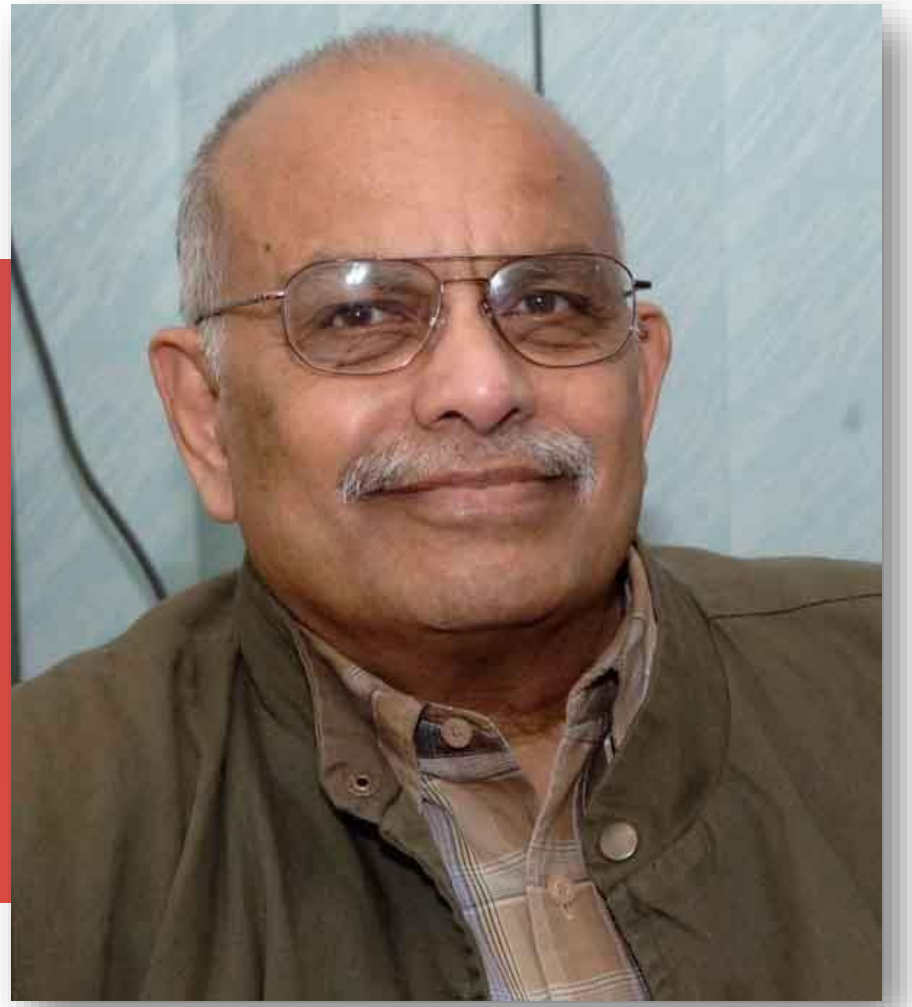

বাংলাকে পাকিস্তানের ২য় রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো” গানটির গীতিকার - আব্দুল গাফফার চৌধুরী এবং সুরকার আলতাফ মাহমুদ, প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বিখ্যাত নাটকের নাম ‘কবর’, নাট্যকার - মুনীর চৌধুরী

ভাষা আন্দোলন

ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশন ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় - ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯

আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপন শুরু করা হয় - ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে।

বর্তমান শহীদ মিনারের স্থপতি হামিদুর রহমান

ভাষা আন্দোলন

শহীদ মিনারের মূল বেদির উপর অর্ধ-বৃত্তাকারে সাজানো ৫টি স্তম্ভের প্রতীকী অর্থ - মা তার শহীদ সন্তানদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন - ভাষা শহীদ আবুল বরকতের মা হাসনা বেগম

ভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশের বাইরে ১৯ মে, ১৯৬১ আসামের শিলচর রেল স্টেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানানো হয়, এ ঘটনায় ১১ জন শহীদ হয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের বাইরে বাংলাকে আধা-সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়া হয় - আসামের বাঙালি অধ্যুষিত ৩টি জেলাতে। বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে - সিয়েরালিয়নে।

ভাষা আন্দোলন

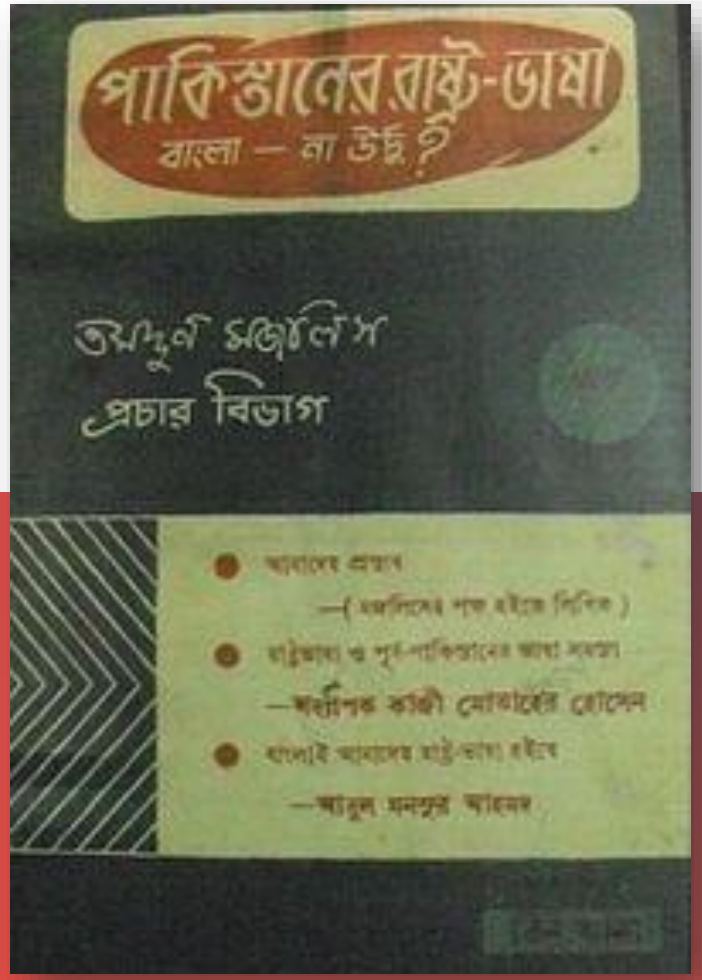

সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায় - তমদুন মজলিশ। তমদুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল -"পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?" (এটি ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা)। পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। লেখক ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মাতাহার হাসেন ও আবুল মনসুর আহমেদ।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে তমুদ্দিন মজলিশের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম।

ভাষা আন্দোলন

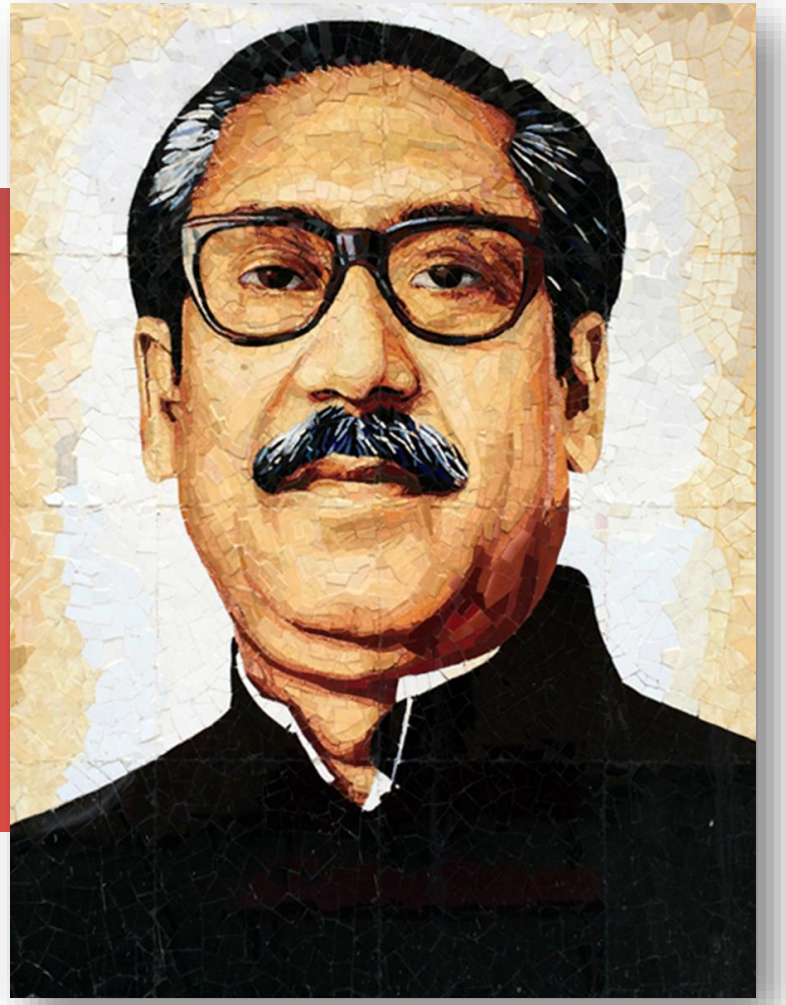

পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগের জন্ম - ১৯৪৮ সালে, প্রথম সভাপতি - কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। 'পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগ' গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগ সরকারের এন্টি-বেঙ্গলি পলিসির বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ভাষা আন্দোলন

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার জন্য স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি ধর্মঘটের ডাক দেয় - ১১ মার্চ ১৯৪৮।

১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হতো, সে দিনটি ছিল ১১ মার্চ।

ভাষা আন্দোলন

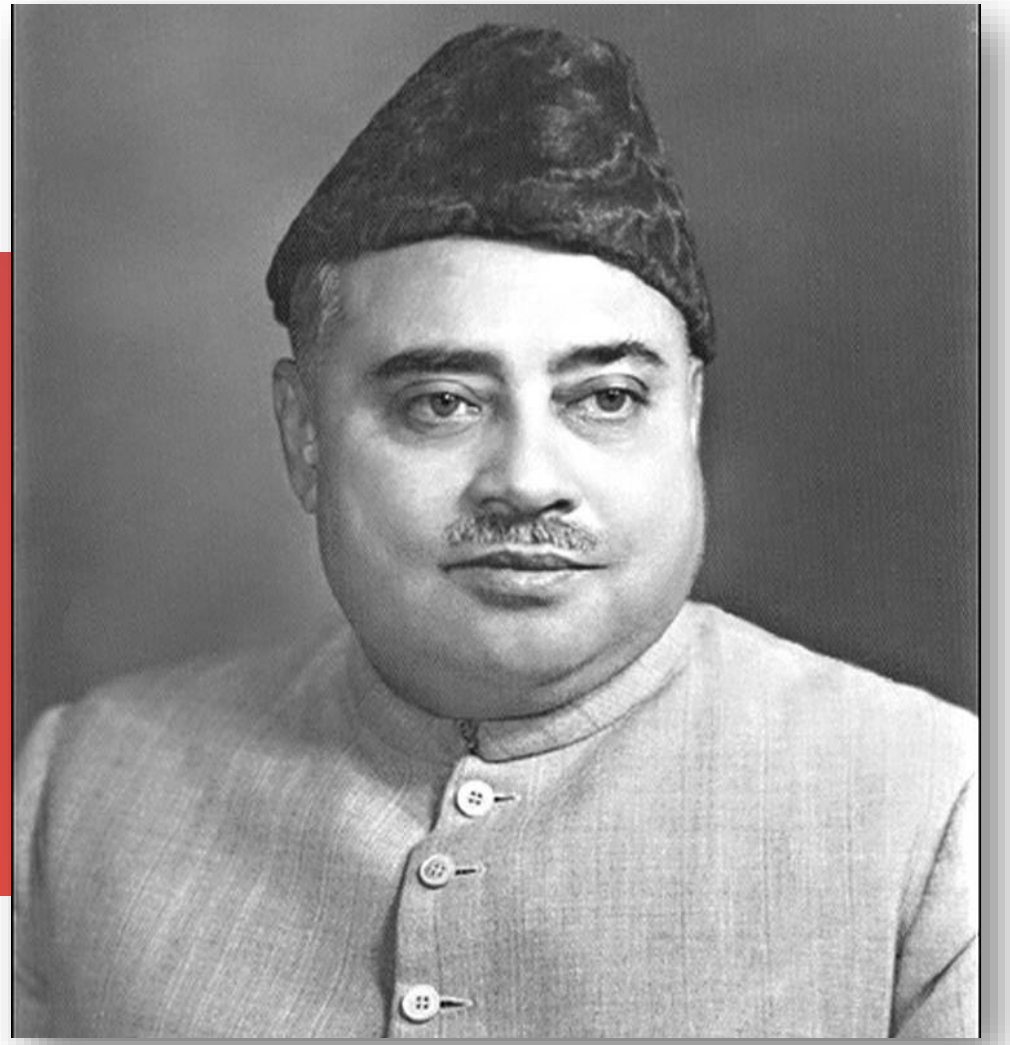

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ৩.২৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল উর্দু। ৫৬ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা ছিল - বাংলা।

বাংলাকে আরবি হরফে প্রচলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন - খাজা নাজিমউদ্দীন

ভাষা আন্দোলন

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত ঢাকার সেগুনবাগিচায়, শিল্পকলা একাডেমি ভবনের পাশে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় - চারটি দলের সমন্বয়ে; দলসমূহ হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী), কৃষক-শ্রমিক পার্টি (শেরেবাংলা ফজলুল হক), নেজাম-ই-ইসলামী (মাওলানা আতাহার আলী) ও বামপন্থি গণতন্ত্র দল (হাজী দানেশ)।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

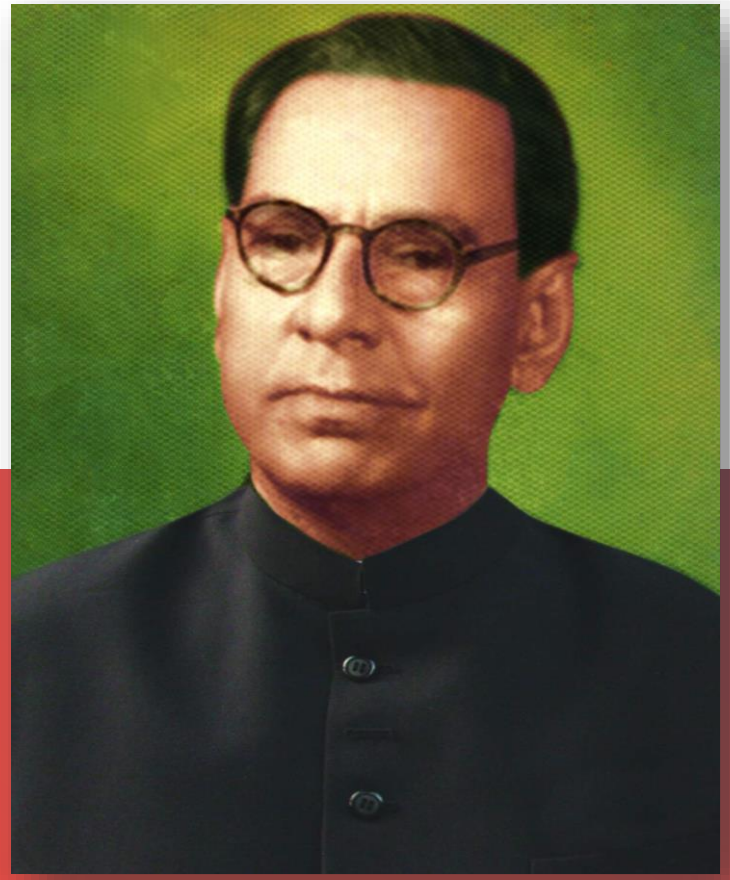

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল - ২১ দফা কর্মসূচি; প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; ২১ দফার রচয়িতা ছিলেন-- আবুল মনসুর আহমেদ

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

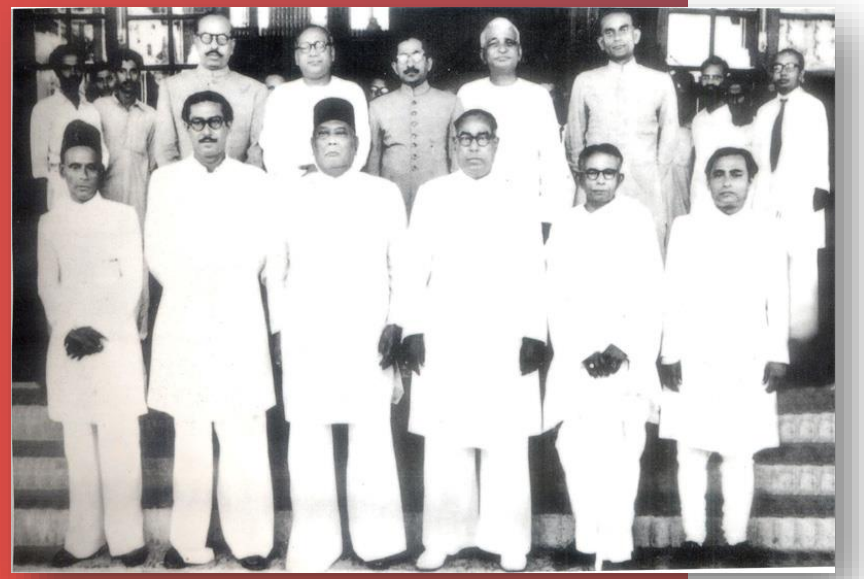

১৯৫৪ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল- নৌকা

১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১০ মার্চ

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে - ২২৩টি আসন (৩০৯টির মধ্যে), মুসলিম লীগ লাভ করে - ৯টি আসন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি, মুসলমানদের জন্য ২৩৭টি ও অমুসলিমদের জন্য ৭২টি

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন - শেরেবাংলা একে ফজলুল হক

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রের শাসন জারি করেন - গভর্নর জেনারেল গোলাম মোঃহাম্মদ

পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয় - ১৯৫৮ সালে, জারি করেন- আইয়ুব খান

ছয়দফা আন্দোলন-১৯৬৬

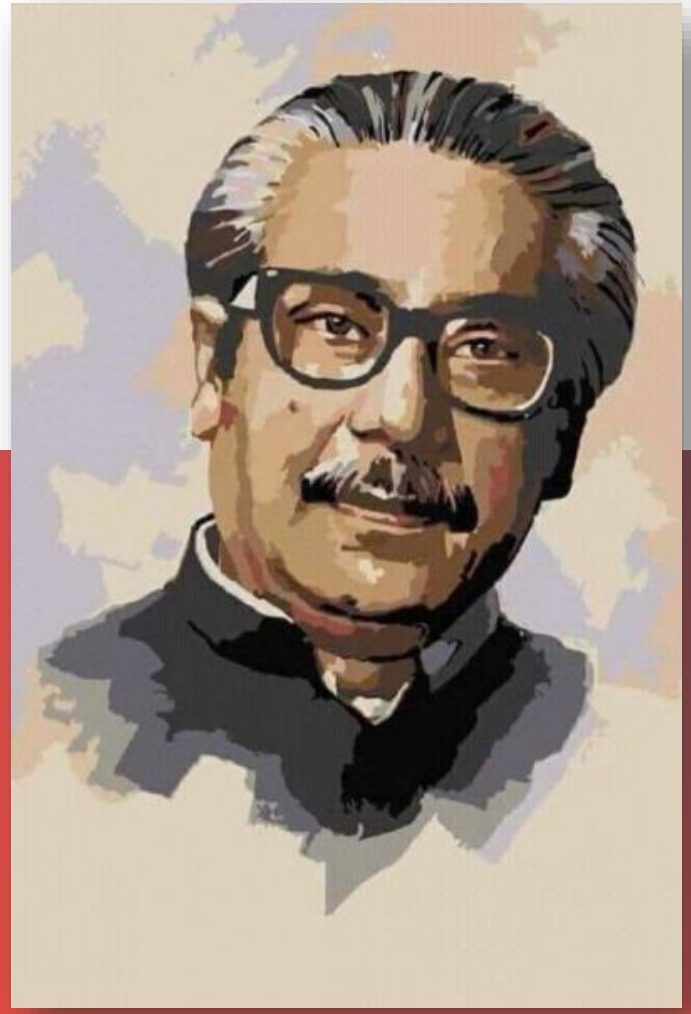

ছয়দফা রচিত হয় - সিমলা প্রস্তাবের ভিত্তিতে;
ছয়দফা ছিল বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মজুর;
মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনতার মুক্তির সনদ

বঙ্গবন্ধু ছয়দফা কর্মসূচির প্রথম ব্যক্ত করেন ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ লাহয়রের বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে; লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করেন - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

ছয়দফা আন্দোলন-১৯৬৬

ঐতিহাসিক ছয়দফার প্রথম দফা - প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে আখ্যায়িত করেন 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে। আইয়ুব খান ছয়দফাকে আখ্যায়িত করেন রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের প্রতি হুমকি বলে।

ঐতিহাসিক ৬ দফাকে তুলনা করা হয় - ম্যাগনাকার্টার সাথে

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

ছয়দফার প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করলে তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয় - ৭ জুন, ১৯৬৬

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয় আওয়ামী লীগের ছয়দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফার ভিত্তিতে।

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

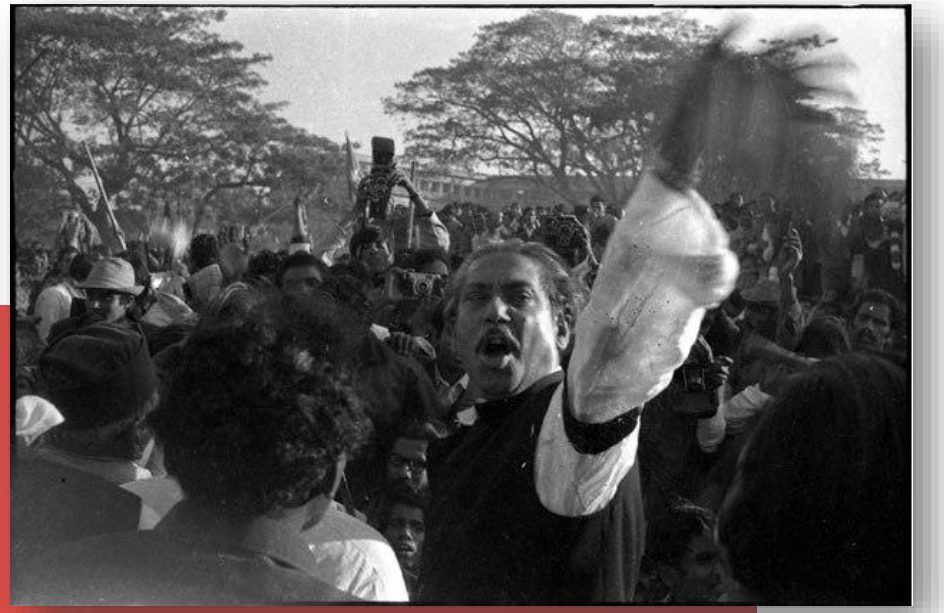

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় - ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮, প্রত্যাহার করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হয় - ৩৫ জনকে (বঙ্গবন্ধুসহ), প্রধান আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সর্বশেষ বা ৩৫তম আসামী ছিলেন লে, আবদুর রউফ

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নং আসামী ছিলেন - সার্জেন্ট জহুরুল হক, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

আগরতলা মামলায় আসামী পক্ষের ডিফেন্স টিমের প্রধান আইনজীবী ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম। এছাড়াও to represent Sheikh Mujibur Rahman ছিলেন যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

আগরতলা মামলার কার্যক্রম পরিচালিত হয় — কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত একটি বিশেষ ট্রাইবুনালে

১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. শামসুজ্জোহা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক)। শহীদ হন—১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

আসাদ শহীদ হন - ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে; আসাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র; আসাদ দিবস পালিত হয় - ২০ জানুয়ারি

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

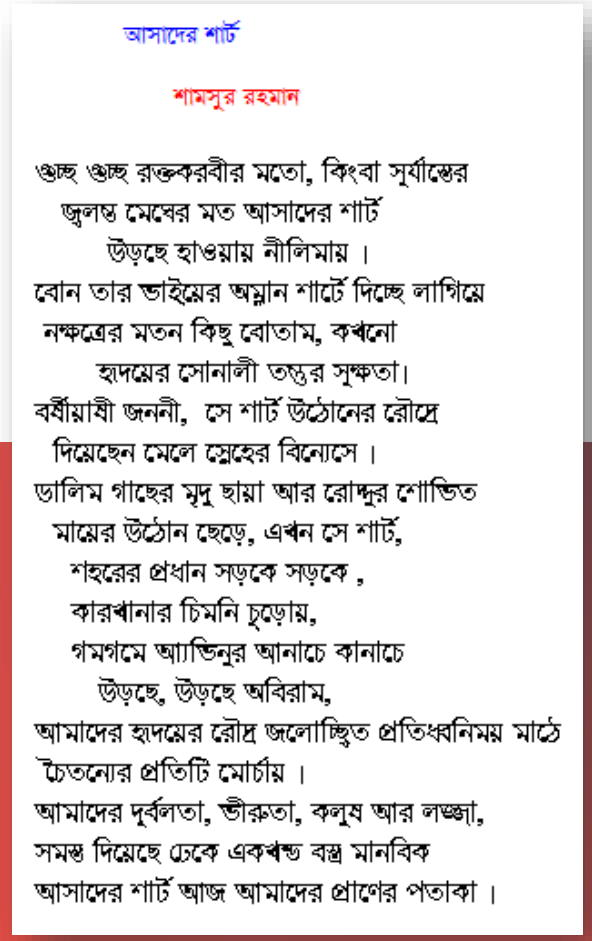

আসাদের শার্ট

শামসুর রহমান

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো, কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মত আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় ।
বোন তার ভাইয়ের অম্লান শার্টে দিচ্ছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতন কিছু বোতাম, কখনো
হৃদয়ের সোনালী তন্তুর সূক্ষতা।
বর্ষীয়াষী জননী, সে শার্ট উঠোনের রৌদ্রে
দিয়েছেন মেলে স্নেহের বিন্যেসে ।
ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে, এখন সে শার্ট,
শহরের প্রধান সড়কে সড়কে ,
কারখানার চিমনি চুড়োয়,
গমগমে অ্যাভিনুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম,
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র জলোচ্ছিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায় ।
আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা,
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা ।

আসাদ গেট নির্মিত হয় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি রক্ষার্থে; আসাদ গেটের পূর্বনাম আইয়ুব গেট। আসাদকে নিয়ে রচিত কবিতার নাম আসাদের শার্ট (শামসুর রাহমান)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য ছিল - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকারি নাম

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

এ মামলা থেকে পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় - ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ৫ জানুয়ারী, ১৯৬৯, সর্বদলীয় ছাত্র সগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন তাোফায়েল আহমেদ

গণঅভ্যুত্থানে ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ ঘাোষণা করে- ১১ দফা

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন; ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন - এসএ রহমান; সরকারের পক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন- মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট টিএইচ খান

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি দেয়া হয় - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, উপাধি দেন - তোফায়েল আহমেদ

গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত হয় - ২৪ জানুয়ারি

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

৬৯-এর পটভূমিতে রচিত উপন্যাস - চিলেকোঠার সেপাই (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ বাংলাদেশ করেন - ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

৬৯-এর প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সেনা প্রধান আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন - ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
পাকিস্তানে দ্বিতীয় বার সামরিক আইন জারি করা হয়- ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তক- আইয়ুব খান

১৯৭০-এর নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান নির্বাচন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন — ২৩ মার্চ, ১৯৭০। আর এ লক্ষ্যে তিনি আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন ২৮ মার্চ, ১৯৭০।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০; প্রাদেশিক নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয় - ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ (ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে কিছু আসনে অনুষ্ঠিত হয় - ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১)

১৯৭০-এর নির্বাচন

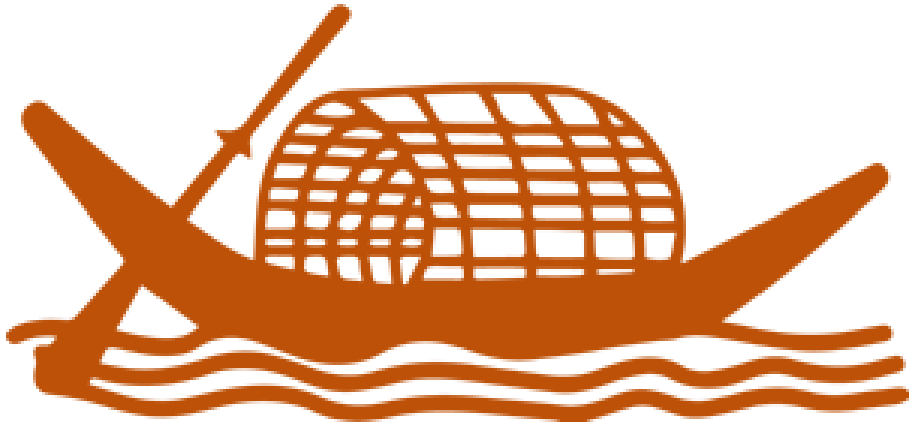

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল - ৩১৩টি (সংরক্ষিত ১৩টিসহ); তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে- ১৬৯টি; পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল - নৌকা । নির্বাচনী ইশতেহার ছিল - ছয়দফা।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল - ৩১০টি (সংরক্ষিত ১০টি)

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের - ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের - ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।

১৯৭০-এর নির্বাচন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয় - ৩ মার্চ, ১৯৭১, পল্টন ময়দানে। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করেন - আ.স.ম, আব্দুর রব।

অসহযোগ আন্দোলন - ১৯৭১

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় - ২ মার্চ এবং সমাপ্ত হয় - ২৪ মার্চ

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলন করা হয় - মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা; জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন - আ স ম আব্দুর রব (তৎকালীন) ডাকসুর ভিপি

অসহযোগ আন্দোলন - ১৯৭১

৩ মার্চ গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয় - ৩ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালন করে — ২ মার্চ

অসহযোগ আন্দোলন - ১৯৭১

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার শিল্পী - কামরুল হাসান

অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হয় - স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে

প্রতিবাদ